সংযুক্তি # ০২

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা:

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনঃ

সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি ড: নিম চন্দ্র ভৌমিক মহোদয়, অনুষ্ঠান উদ্বোধক শ্রীমতী অপর্না রায় দাস, সভাপতি জাতীয় পূজা উদযাপন ফ্রন্ট, বিশেষ অতিথি মহোদয়গন সম্মানিত উপদেষ্ট পরিষদ সম্মানিত সহ সভাপতি মহোদয়গণ, সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ, কার্য নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত সকল সাধারণ সদস্যগণ, ভক্তবৃন্দ এবং শুভানুধ্যায়ীগণ। আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানাই। মন্দির কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি বিগত সময়ের সার্বিক কার্যাবলীর বিবরণ পেশ করছি।

১. **ভূমিকা:** বিগত বছরটি আমাদের মন্দির কমিটির জন্য নানাবিধ চ্যালেঞ্জ, দায়িত্ব ও সাফল্যে পরিপূর্ণ 'ছিলো। অত্যন্ত সংকটময় সময়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও স্থানীয় ভক্তবৃন্দ, উপদেষ্টামন্ডলী এবং মহানগর ও জাতীয় পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দের অনুরোধে আমি ও বর্তমান সভাপতি মহোদয় মন্দির পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করি। দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে একজন সাধারণ ভক্ত হিসাবে মন্দিরে নিয়মিত যাতায়াত থাকলেও মন্দির কমিটি বা পরিচালনায় আমার কোন সংযুক্তি ছিল না। দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল সদস্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ভক্ত সমাজের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, উপদেষ্টাগণের মূল্যবান উপদেশ এবং সর্বোপরি ভগবানের আশীর্বাদে মন্দিরের ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক কার্যক্ষম সুশৃংখলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

২. **নিত্যপূজা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান:** মন্দিরে নিয়মিতভাবে সকালের পূজা, মধ্যাহ্ন ভোগ, সন্ধ্যা আরতী ও রাত্রিকালিন পূজা যথাযথ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও প্রতি শুক্রবার সকালে নিয়মিত গীতাপাঠ এবং শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীশ্রী শনি পূজা নিয়মিত পালন করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন তিথি ও পার্বন উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও পর্বনের আয়োজন করা হয়েছে যা ভক্তদের মাধ্যে ধর্মীয় ভাব ও আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩. **বাৎসরিক উৎসব ও বিশেষ অনুষ্ঠান:** বিগত সময়ে দুর্গাপূজা, কালিপূজা ও লক্ষ্মীপূজা সহ অন্যান্য ধর্মীয়- উৎসব অত্যন্ত সুশৃংখল ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব উৎসব উপলক্ষে আলোক সজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভক্তদের জন্য প্রসাদ বিতরণের সুব্যবস্থা করা হয়। বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত অন্নকূট অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম ঘটে এবং তারা প্রসাদ আস্বাদন লাভকরেন। বিগত দূর্গাপূজায় অত্র মন্দির, প্রকাশিত সাময়িকী “অপরজিতা” জাতীয় পূজা উদর্যাপন পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।

৪. **সামাজিক কার্যক্রম:** ধর্মীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও জনসংযোগ কার্যক্রমেও মন্দির কমিটি সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় কমিটি অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেছে। তাছাড়াও ঢাকেশ্বরী মন্দিরসহ অন্যান্য মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কমিটির নেতৃবৃন্দ নিয়মিত যোগদান করেন। এসব কার্যক্রমে মন্দিরের গ্রহণযোগ্যতা ও সামাজিক সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. **প্রশাসনিক কার্যক্রম ও সভা:** বছরজুড়ে নিয়মিত কার্য নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এসব সভায় মন্দির পরিচালনার বিধি বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক মন্দির পরিচালনা করা হয়েছে। বিধি বিধানের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারায় পূর্ববর্তী পুরোহিত মহাশয় কর্ম ত্যাগ করায় নতুন একজন পুরোহিত স্থানাপন্ন করা হয়েছে। নতুন পুরোহিত মহাশয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে মন্দিরের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

৬. **আর্থিক প্রতিবেদন ও স্বচ্ছতা :** মন্দির পরিচালনার আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সকল আর্থিক লেনদেন কমিটির অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন হয়েছে। কোষধ্যক্ষ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে হিসাবপত্র সংরক্ষন ও নিরীক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তিনি আলাদাভাবে আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

৭. **কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতি:** এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমি মন্দির কমিটির মাননীয় সভাপতি, উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ-মহোদয়, পুরোহিত মহাশয়গণ, সেচ্চাসেবক বৃন্দ এবং সকল দাতা ও ভক্তদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

উপসংহারঃ পরিশেষে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে, ভবিষ্যতেও আমরা সকলে মিলিতভাবে মন্দিরের মর্যাদা, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ন রেখে নিষ্ঠা ও সততার সাথে সাথে দায়িত্ব পালন করব। ভগবান আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন। জয় মা দুর্গা।

১৩.২.২৬

(ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ)
সাধারণ সম্পাদক, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ